খিলাফত ঘোষণা
ও বাংলাদেশ
FURAT

খিলাফত ঘোষণা ও বাংলাদেশ

জমিনে আল্লাহ'র বিধান বাস্তবায়ন করা একটি ফরজিয়াত। বস্তুতঃ এর মাধ্যমেই কলেমায়ে শাহাদাতে উচ্চারিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা'র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শারীয়াহ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য দিয়েই কেবল মুসলিমেরা সকল শিরক-বিদআত-কুফরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ একত্ববাদের ভিত্তিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। গোটা মুসলিম উম্মাহ'র একজন খালীফাহ'র আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুধু যে শরঈ বাধ্যবাধকতা তাই নয়, এভাবেই তারা কাফির-মুনাফিক্ব'দের সকল ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে নিজেদের ইমান-আক্বিদাহ ও জানমালকে হেফাজত করে। খালীফাহ'র নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম দুনিয়াতে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে ক্রমঃবিস্তৃতি লাভ করে, এভাবেই হাতে-কলমে সমাজে প্রয়োগ করা দ্বীনের চাক্ষুষ দাওয়াত সকলের কাছে বোধগম্য ভাবে পৌঁছে যায়। হেদায়েত প্রাপ্তরা আল্লাহ'র রহমতের ছায়ায় প্রবেশ করেন, জিম্মিরা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করে আর অস্বীকারকারী-বিদ্রোহীরা আস্বাদন করে মুজাহিদ'দের শাণিত তলোয়ারের স্বাদ এবং ইসলামি আদালতের ন্যায্য হদ-তাজির।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেন,

{তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত।} [সুরা আল-হাজ্জ: ৪১]

মদিনা'য় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইসলামি খিলাফতের হাজার বছরের ইতিহাসে এভাবেই মুসলিমেরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিগবিজয়ী শক্তিতে দুনিয়াকে ইসলামের ভিত্তিতে শাসন করেছে। খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুনিয়ার বুক থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম উম্মাহ খালীফাহ বিহীন শুধু যে সব চাইতে নিপীড়িত মজলুম জাতিতে পরিণত হয়েছিল তাই নয়, ইহুদী-নাসারা-মুশরিক-মুনাফিক্বেরা মুসলিম উম্মাহ'র ইমান-আক্বিদাহ'র ভেতর ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়েছে কুফর-বিদআত-শিরক, এমনকি দ্বীন প্রতিষ্ঠার মানহায'কেও অপবিত্র করেছে ইরজা দ্বারা। তাই মুয়াহহিদীন (একত্ববাদী) মুজাহিদেরা আল্লাহ'র রাহে জিহাদের রাস্তায় নিরন্তর লড়াই-সংগ্রাম করে এসেছেন জমিনে খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য। এক্ষেত্রে শত প্রতিকূলতার মাঝেও তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে আল্লাহ'র ওয়াদা আর নবুয়্যাতের আদলে

খালীফাহ ইবরাহীম বাদরী আবু বকর আল-বাগ্বদাদী

খিলাফত ফিরে আসার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিষ্কার ভবিষ্যতবাণী। পদে পদে বিপদ সংকুল ও অত্যন্ত বন্ধুর এই পথে না গিয়ে বা অটল থাকতে না পেরে অনেক তথাকথিত ইসলামী জামা'আত বেছে নিয়েছে জিহাদ-বিমুখ ইরজা'র মানহায; আল্লাহ'র উপর পূর্ণ তাওয়াককুল হাসিল না করতে পেরে অনেকেই ইসলামের সাথে মিশ্রিত করেছে গণতন্ত্র-আসাবিয়া (জাতীয়তাবাদ)'র কুফর, হেঁটেছে কাফির-তাওয়াগ্বীত'দের সাথে শান্তি আলোচনার নামে আপোষ-রফার পথে। কিন্তু সলফে-সালেহীন'দের আক্বিদাহ-মানহায থেকে বিচ্যুত হয়ে এরা কেউই জমিনে আল্লাহ'র দ্বীন'কে পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী করতে পারেনি, উপরন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন হেদায়েতের বদলে গোমরাহি ক্রয়ের লানত-লজ্জা-আর অপমান। কিন্তু সঠিক একত্ববাদী আক্বিদাহ'র উপর ক্বায়েম থাকা মুজাহিদেরা সালাফ'দের মানহায়ে দৃঢ় থেকে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ অব্যাহত রেখে গেছেন; আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর সুমহান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হক্বপন্থী জামা'আঁতকে দুনিয়ার বুকে বিজয় দান করেছেন – ১৪৩৫ হিজরি'র ১লা রমাদ্বান আশ-শামের আলেপ্পো থেকে ইরাকের দিয়ালা অবধি বিস্তীর্ণ মুসলিম জনপদে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (আল্লাহু আকবার)! মুসলিম উম্মাহ ফিরে পেয়েছে তাদের ঐক্যের প্রতীক একজন সম্মানিত খালীফাহ; দাওলাতুল ইসলামের শুরা কাউন্সিল তদস্থিত আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদের সাথে পরামর্শক্রমে খালীফাহ হিসেবে মনোনীত করেছেন হুসাইন বিন আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর বংশধর একজন ক্বুরাইশি'কে – শায়খ ইবরাহীম বাদরী আবু বকর আল-বাগ্বদাদী (হাফিজাহুল্লাহ), যিনি একজন শারীয়াহ-বিশেষজ্ঞ, আক্বিদাহ সালাফিয়্যাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত সাহসী-প্রজ্ঞাবান মুজাহিদ ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক।

খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার এই ঐতিহাসিক ঘটনায় সারা দুনিয়ায় একদিকে যেমন কুফফার-মুনাফিক্বীন'দের মাঝে ত্রাস ও ভীতিকর কম্পন শুরু হয়ে যায়, ঠিক তেমনি গোটা উম্মাহ'র মুয়াহহিদীন'দের মধ্যে বইতে থাকে আল্লাহ'র প্রতি শুকরিয়া আর তাঁরই পক্ষ থেকে

প্রাপ্ত বিজয়ের আনন্দ-হিল্লোল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে থাকে একের পর এক বাইয়াতের সুসংবাদ; আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তাওফীক প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানেরা তাদের দুনিয়াবি সকল লোভ-লালসাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুহতারাম খালীফাহ'র আহবানে সাড়া দিয়ে হিজরত করতে থাকেন খিলাফাহ'র পবিত্র ভূমিতে – ক্রম বর্ধিষ্ণু প্রতিকূলতা আর তাওয়াগ্বীত-জালেম শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দিন দিন তা আরও বেগবান হচ্ছে। খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঠেকানোর জন্য এতদিন ষড়যন্ত্র করে আসা কুফফার ও তাওয়াগ্বীতেরা এইবার অংকুরেই তা ধ্বংস করে দেবার জন্য যার পর নাই ঐক্যবদ্ধভাবে 'জোট গঠন' করে নেমে পরে। মুসলিম নামধারী হিযবিয়্যাহ'জনিত ঈর্ষা কাতর কারো কারো বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার, পশ্চিমা মিডিয়ায় কুৎসিত প্রোপ্যাগান্ডার পাশাপাশি শিয়া-রাফিদাদের সাথে তারাও শুরু করে সম্মিলিত চতুর্মুখী আক্রমণ। এহেন বাস্তবতার মাঝেই বিগত এক বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা'র ইচ্ছায় খিলাফাহ'র শক্তি-বিস্তৃতি ক্রমশই সংহত হচ্ছে। একত্ববাদী মুসলিম উম্মাহ প্রশান্ত হৃদয়ে পুলকিত হচ্ছে জমিনে হদের বাস্তবায়ন দেখে, যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়নে, স্বর্ণমুদ্রা দিনার-দিরহামের পুনঃ প্রচলন দেখে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু বাংলাদেশের তাওহিদী মুসলিম'দের প্রাণের দাবী। ইরাক থেকে সিরিয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সিনাই, জাযিরাতুল আরব'সহ দুনিয়া জুড়ে একের পর এক খিলাফতের নতুন নতুন উলাইয়াতের শুভসূচনা তাদের সচেতন অংশের মধ্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করছে, যারা কিনা এতদিন হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। বাংলাদেশের মুসলিমেরা দেখে এসেছে কিভাবে কুফর গণতন্ত্রের সাথে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ককটেল মিশিয়ে উম্মাহ'র সাথে প্রতারণা করা হয়েছে, এদেশের মুহাক্কিক উলামা-মাশায়েখেরা ব্যথিত হৃদয়ে অবলোকন করেছেন কিভাবে তাওয়াগ্বীত সরকার ও দেশী-বিদেশী গোয়েন্দাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক নানা ব্যানারে বিবিধ রকম জিহাদ-বিরোধী জামা'আতগুলো দিয়ে উম্মাহ'র এদেশীয় অংশ বিশেষতঃ তরুণ-যুবকদের বিভ্রান্ত-বিভক্ত করে রাখা হয়েছে। একদিকে

শিরক-বিদাআত-পন্থীদের অবাধ বিচরণের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মিডিয়া'র তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে জিহাদ পন্থী সিংহ হৃদয় ভাইদের জঙ্গি আর পবিত্র ক্বুর'আন শরীফকেও উগ্রবাদী পুস্তক আখ্যা দিয়ে জঘন্য প্রচারণা চলছে। মানবরচিত কুফর আইন দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় না মানুষের জীবন-জীবিকা, না তাদের ইমান-আক্বিদাহ, না দ্বীন-আল্লাহ-রাসূলের সম্মান রক্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সহীহ আক্বিদাহ ও মানহাযের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমন নামধারী তথাকথিত ইসলামী জামা'আতগুলো মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো কিংবা টগবগে যুবকদের নেতৃত্ব প্রদান তো দূরের কথা, নিজেরাই বিচ্যুতির আর হতাশার অতল গহ্বরে হাবুডুবু খাচ্ছে। সারা জাহানের মতোই বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় সচেতন তাওহিদী জনতার আশা-ভরসার একমাত্র আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে দাওলাতুল খিলাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ।

কিন্তু আম-জনতাকে বিভ্রান্ত করতে তাওয়াগ্বীত মিডিয়া'র বস্তাপচা অপপ্রচার থেমে নেই। খিলাফতের সুমহান ঘোষণাকে আড়াল করে একদিকে যেমন চলছে এর চরিত্রহননের অব্যাহত প্রোপ্যাগান্ডা, তেমনি জালেমের ভয়ে ভীত আর আক্বিদাহ-মানহাযে ইরজা রোগে আক্রান্ত তথাকথিত ইসলামী দল-ব্যক্তিত্বরা উম্মাহ'কে খিলাফতের প্রতি তাদের শরঈ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উজ্জীবিত করার বদলে, বেছে নিয়েছে তাগুত-সম্রাট ওবামা'র পথে ঘৃণিত দালালীপনা। যারাই দাওলাতুল ইসলামের বার্তা অবিকৃতভাবে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্পে ব্রতী হয়েছেন, কাফির জোটের বিরুদ্ধে খিলাফাহ'কে শক্তিশালী করতে প্রিয় খালীফাহ'র উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিজরতের ফরজ পালনে উদ্যোগী হচ্ছেন - তাদের উপরই নেমে আসছে গ্রেফতার-মামলা আর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষী দুনিয়ার ইতিহাসে একত্ববাদীদের উপর খড়গহস্ত হয়ে কোন ফিরাউন-নমরুদই টিকে থাকতে পারেনি; পারেনি অপবাদের ধোঁয়াশা জারি রেখে বেশীদিন উম্মাহ'কে বিভ্রান্ত রাখতে।

তাই বাংলার জমিনে ইসলামি তারুণ্যের আজ সময় হয়েছে জেগে উঠবার! আর নয় তাওয়াগ্বীতের কুফর শাসন নীরবে মেনে নেওয়া, আর নয় জালেমের ঔদ্ধত্য মুখ বুঝে সহ্য করা। শিরক-বিদআত আর কুফরে সয়লাব এই ভূমিকে পরিশুদ্ধ করতে হবে সঠিক ইসলামী আক্বিদাহ'র শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, এই জনপদকে উন্মুক্ত করতে হবে আল্লাহ'র দ্বীন তথা পবিত্র শারীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ আর জিহাদ বিমুখতার সকল ইরজা-হিযব-তানযীম ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, খালীফার নেতৃত্বে আর তাঁর দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে উড্ডীন করতে হবে আল্লাহ'র সার্বভৌমত্বের প্রতীক ইসলামের কালো পতাকা। নাস্তিক-সেক্যুলার'দের ইসলাম বিদ্বেষী জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা আর আল্লাহদ্রোহী-রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবমাননাকারী প্রতিটি কুলাংগারের শিরশ্ছেদ, আজ বাংলাভাষী আপামর মুসলিম জনতার হৃদয়ের সকাতর আহ্বান। পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনৈতিক জুলুমের অবসান ঘটিয়ে স্থাপন করতে হবে যাকাত ভিত্তিক ইনসাফ পূর্ণ ব্যবস্থা। তাগুতের কারাগার থেকে নিপীড়িত-নির্যাতিত মুহাক্কিক উলামা-মাশায়েখ -মুজাহিদ-দায়ীদের মুক্ত করতে হবে। এই জমিন থেকেই জিহাদের সূচনা করতে হবে, বার্মার সহিংস বৌদ্ধদের হাতে নিগৃহীত আরাকানি মুসলিম ভাইবোনদের সম্মান ফিরিয়ে দিতে, এখান থেকেই তবে একদিন দলে দলে মুজাহিদেরা এগিয়ে যাবে হিন্দুস্থান বিজয়ের বহুল আকাঙ্ক্ষিত গাযওয়াতে যোগ দিতে ইনশা'আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

{তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।}

[আত-তাওবাহ:৩৩]

আর তাই বাংলাদেশে থাকা সকল মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য এখন অতি অবশ্য শরঈ ওয়াজিব হলোঃ গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ'র মুহতারাম খালীফাহ শায়খ আবু বকর বাগ্বদাদী আল-ক্কুরাইশী (হাফিজাহুল্লাহ)'র প্রতি দ্রুত প্রকাশ্য আনুগত্যের বাইয়াত ঘোষণা করা কারণ খালীফাহ বাইয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিষ্কার ঘোষণা হল, "যারা এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে তাদের কাঁদে কোন আনুগত্যের বাইয়াত নেই, তাদের মৃত্যু জাহেলিয়্যাত এর মৃত্যু।" তাছাড়া, কাফের'দের পা চাটা তাগ্বুত মিডিয়া'র সকল প্রোপ্যাগান্ডা'কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সোশাল মিডিয়াতে অনলাইনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে খিলাফাহ আর বাইয়াতের দাওয়াত। খালীফাহ স্বয়ং অথবা তাঁর সম্মানিত মুখপাত্র শায়খ উল মুজাহিদ আবু মোহাম্মাদ আল-'আদনানী আশ-শামী (হাফিজাহুল্লাহ)'র সময়ে সময়ে দেওয়া আদেশ-উপদেশ ভবিষ্যতে কড়ায়গণ্ডায় বাস্তবায়নে জন্য নিজেদের প্রস্তুত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে – আর এভাবেই দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তরে তাওয়াগ্বীত-কুফফার-ইহুদী-মুশরিক'দের পরাভূত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুপার পাওয়ারে পরিণত হবে আল-খিলাফাহ, যার ওয়াদা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুল করুণ এবং তাওফীক্ব দিন, আমীন!